# *মেলবোর্নে বাংলা সাহিত্য সংসদের আয়োজনঃ মাতৃভাষা দিবস ২০১২*

দিলরুবা শাহানা

আজ একুশে ফেব্রুয়ারীকে সামনে রেখে মেলবোর্নের বাংলা সাহিত্য সংসদ যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে যৌক্তিক ও আন্তরিক ভাবেই তা হচ্ছে মাতৃভাষা কেন্দ্রিক সচেতন নিবেদন। প্রতিবছরেই এইমাসে পৃথিবীর নানাদেশে নানা শহরে মাতৃভাষার জয়গাঁথা নিয়ে বাংলাভাষীরা অনুষ্ঠান আয়োজন করেন, যাঁদের আত্মদানে মাতৃভাষার মর্যাদা অধিষ্ঠিত তাদের প্রতি জানানো হয় বিনম্র শ্রদ্ধা।

বিশ্ব জুড়ে নানা বিষয়কেন্দ্রিক দিবস, সপ্তাহ, বছর, দশক(যেমন জাতিসংঘের নারীবর্ষ, নারীদশক, বিশ্বশিশুদিবস) পালিত হয়েছে। এই দিবসগুলো থেকে ভাষাদিবসের তাৎপর্য পুরোপুরি আলাদা। প্রথমেই কোন সংগঠন বিশেষ কোন একটি বিষয়ে দিবস চিহ্নিত করে উদযাপন করে বা সবাইকে উদযাপনের জন্য আহ্বান করে। একুশে ফেব্রুয়ারীর ভাষাদিবস কোন সংগঠনের সুচিন্তিত উদ্যোগ নয়। ভাষাদিবস নির্মিত হয়েছে বাংলাভাষী মানুষের আত্মপরিচয় রক্ষার তাগিদ ও ভালবাসা থেকে।

বাহান্নো সালের ফেব্রুয়ারীর একুশ তারিখ দুপুরে কি এমন হয়েছিল যে ভাষা রক্ষার জন্য রাজপথে বুকের রক্ত ঢালতে হয়েছিল? সেই কথা বলার আগে কিছুটা ইতিহাস মনে করি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির বীজ বপন ও একইসাথে কিছু উপমহাদেশীয় ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠার অক্ষমতার পরিনামে উদ্ভট দ্বিজাতি তত্বের ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশে দুই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল। ধর্মই যদি দেশ ও রাষ্ট্র গঠনের মূল নিয়ামক বা চালিকাশক্তি হত তবে মধ্যপ্রাচ্যে একটা রাষ্ট্র হওয়ার কথা ছিল। তা হয়নি। যদি একই ধর্মে বিশ্বাসী বলে একই রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত হলে ভাল হতো তবেতো ইন্দোনেশীয় বালীদ্বীপটি তার ভাষা, সংস্কৃতি, আচারঅভ্যাস বিসর্জন দিয়ে ভারতে যোগ দিতে চাইতো। তাও হয়নি। উপমহাদেশে সৃষ্ট পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রের পূর্ব অংশে ছিলেন বাংলাভাষীরা আর পশ্চিম অংশে বালুচী, পাঞ্জাবী, পশতু, উর্দু ও সিন্ধিভাষীরা বাস করতেন। সব ভাষাভাষীর মাঝে বাঙ্গালীরা ছিলেন সংখ্যা গরিষ্ঠ। উর্দু তখনও ছিল সংখ্যা লঘিষ্ঠের ভাষা এখনও পাকিস্তানের জনসংখ্যার সংখ্যা লঘিষ্ঠরাই উর্দুতে কথা বলে। সেই সময়ে ১৯৫১এর পরিসংখ্যানে দেখা যায় পাকিস্তানে তখন শতকরা ৭০জন বাংলা ভাষায় কথা বলতেন। শাসকগোষ্ঠী সবভাষার প্রতি সমান মর্যাদা ও গুরুত্ব না দিয়ে 'উর্দু, একমাত্র উর্দুই

হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' বলে অন্যভাষাভাষীদের অপমানিত করলেন। বাঙ্গালীরা লড়াকু জাত তাঁরা এই অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হলেন, বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। বিক্ষোভ যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো শাসকশ্রেনী কঠোর হল, প্রতিবাদী ছাত্রজনতার প্রতি গুলি চালাতেও দ্বিধা করলো না তারা। সেই দিনটি ছিল ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারীর মাসের একুশ তারিখ। কি ঘটেছিল ঐদিনে কবির হৃদয় হাহাকার করে বলে

'ফেব্রুয়ারীর একুশ তারিখ দুপুর বেলার অক্ত,

বৃষ্টি নামে বৃষ্টি কোথায় বরকতের রক্ত'

হ্যা ঐ একুশের দুপুরে বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার আরও নাম না জানা শহীদের রক্ত ঢাকার রাজপথে বৃষ্টির মতই ঝরেছিল। মাতৃভাষা রক্ষায় বাংলা মায়ের সন্তানরা জীবনের শেষ রক্তবিন্দু ঝরিয়ে অনন্য এক ইতিহাস গড়লেন, নির্মিত হল অমর একুশে ফেব্রুয়ারী।

আয়ারল্যান্ডের আইরিশ ভাষা গেইলীকে ইংরেজ শাসকরা নিষিদ্ধ করেছিল। ঐ ভাষায় কথা বললেও তা ছিল অপরাধ। কিছুদিন আগে পত্রিকার খবরে প্রকাশ আইরিশ ভাষা বলতে পারতেন শেষ যে মহিলাটি তারও মৃত্যু। আয়ারল্যান্ডের ভাষা গেইলী আজ একটি মৃত ভাষা। ঢাকায় বহুবছর আগে একুশে ফেব্রুয়ারীর উদযাপন দেখে এক আইরিশ মহিলা জানতে চেয়েছিলেন কিভাবে ভাষা দিবস নির্মান করা হয়েছে। তার ভাষা গেইলী। কেউ সে ভাষা জানে না, ঐ ভাষায় কেউ কথা বলেনা।

উত্তর ছিল অমর ভাষাদিবস চাইলেই নির্মান করা যায় না। এ নির্মিত হয় ভাষার প্রতি মানুষের আন্তরিক ভালবাসায় ও জীবনপণ করা আবেগময় পদক্ষেপে।

বাংলাভাষার সাথে সাথে বাংলাসংস্কৃতির উপরেও হামলা হল। রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার নিষিদ্ধ হল। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিছাড়া বাংলা ভাষাতো সম্পূর্ণ নয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে বাংলাভাষী মুসলমানদের প্রায় সব আচারআচরণকে বিধর্মী বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা শুরু হল। অস্তিত্ব বিপন্ন, বিদীর্ন হচ্ছিল। শিক্ষিত ধার্মিক মুসলিম পরিবারের মেয়ে মেনুকা চৌধুরী পাকিস্তান রেডিওর ঘোষিকা হয়েছিল নাম পালটে। তার নতুন নামকরণ হয়েছিল কমর সুলতানা।

এক ধার্মিক মুসলিম পরিবারের মেয়েদের নামকরন করা হয়েছিল হেনা, তরু, বেলা। তাদেরকে বলা হয়েছিল 'আপনারা মুসলিম নাম খুঁজে পান নি'। পরিবারটি দৃঢ়তার সাথে

উত্তর দিয়েছিলেন ‘আমরাতো বাঙ্গালীও।’ একজন চমৎকার একটি মুসলিম নাম খুঁজে পেয়ে গর্বিত। নামটি তারিক সামির আজিজ। নিঃসন্দেহে সুললিত নাম। নামের আবিষ্কর্তা সে বেচারা জানতেন না নামটি একচেটিয়া ভাবে মুসলমানদের নয়। এটি একটি আরব নাম। মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম-খ্রীষ্টান সব ধর্মের আরবদের মাঝে এই নাম প্রচলিত। এ থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে নাম ভাষা ও সংস্কৃতি থেকেই উৎসারিত, এবং এর এরমাঝেই তার মাধুর্য ধৃত।

ভাষাসংস্কৃতি নিয়ে হাজারবছরে বাঙ্গালীর যে অস্তিত্ব নির্মিত সে অস্তিত্ব রক্ষার প্রথম লড়াই শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। ক্রমে ক্রমে লড়াই পৃথিবীর মানচিত্রে এক নতুন জাতির অভ্যুদয় ঘটায়। মুক্তির লড়াই অনেক জাতি করেছে তবে মাতৃভাষা বাঁচানোর লড়াইয়ে আর কেউ এখনও প্রাণ দেয়নি।

মাতৃভাষা রক্ষায় শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং পৃথিবীর বৃহৎ-ক্ষুদ্র সবজাতির মাতৃভাষার প্রতি গুরুত্ব ও মর্যাদা দানের জন্যই জাতিসংঘের অংগসংগঠন ইউনেস্কো ১৯৯৯ সনে ফেব্রুয়ারীর ২১তারিখকেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসাবে ঘোষণা করে। ফেব্রুয়ারীর ২১তারিখকে মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার পেছনে রফিকুল ইসলাম নামে কানাডা প্রবাসী একজন বাংলাদেশীর অক্লান্ত প্রয়াসও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আজকে ২১শে ফেব্রুয়ারীকে সামনে রেখে আমরা শহীদদের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই যে যার যার মাতৃভাষায় নাম রাখবো, গান গাইবো, আমাদের সেরা কবিতাগুলি লিখিত হউক নিজ মাতৃভাষায়, শ্রেষ্ঠ অনুভূতিগুলির প্রকাশ হউক মাতৃভাষায়।

(মেলবোর্নে বাসাস আয়োজিত ১৮ই ফেব্রুয়ারীর ভাষাদিবস অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত)